সমকাল

তারিখ 12 2 MAR 2015
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৭...

আইন শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার জরুরি

■ সমকাল প্রতিবেদক

নবীন আইনজীবীদের দক্ষতা বাড়ানোর বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যসূচি সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছেন আইনজ্ঞরা। তারা বলেছেন, মুখস্থ বিদ্যা দিয়ে আইন শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভালো ফল নিয়ে আদালতে এলেও কর্মবাস্তবতায় তারা দক্ষতা দেখাতে পারছেন না। এ জন্য ব্যবহারিক শিক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্যসূচি সংস্কার করতে হবে। গতকাল শনিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'লিগ্যাল এডুকেশন : দ্য কেস ফর রিফর্ম' শীর্ষক কর্মশালায় আইনজ্ঞরা এসব কথা বলেন।

'সেন্টার ফর রাইটস অ্যান্ড গভর্ন্যান্স' আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আবদুল ওয়াহহাব মিঞা, আইন কমিশনের সদস্য এম শাহ আলম, বিশিষ্ট আইনজীবী ড. শাহ্দীন মালিক, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ফাওজিয়া করিম ফিরোজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আইন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. বোরহান উদ্দিন খান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সরকার আলী আক্কাস, ঢাবি অধ্যাপক শাহনাজ হুদা প্রমুখ। কর্মশালা সঞ্চালনা করেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেডআই খান পান্না। কর্মশালায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইনজীবী একেএম আলিমুল ইসলাম, ব্যারিস্টার মো. মনজুর রাব্বি, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)-এর আইন কর্মকর্তা মেহের নিগার, ঢাবি আইন বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী কাজী তামান্না ফেরদৌস প্রমুখ।

কর্মশালায় বক্তারা

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বিচারপতি মো. আবদুল ওয়াহহাব মিঞা বলেন, কোনো চিকিৎসক চিকিৎসায় ভুল করলে একজন রোগী মারা যায়। একজন আইনজীবী তার পেশাদারিত্বের জায়গায় ভুল করলে পুরো একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই একজন আইনজীবীকে অবশ্যই বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। টাকা উপার্জনের পাশাপাশি মক্কেলকে তার প্রাপ্য সেবাটাও দিতে হবে। তিনি নবীন আইনজীবীদের দক্ষতা বাড়াতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পাঠ্যসূচি সংস্কার করে স্নাতক পর্যায়ে শেষ বর্ষে ৪ থেকে ৬ মাসের ব্যবহারিক পদ্ধতি অন্তর্ভুক্তকরণে গুরুত্ব আরোপ করেন।

ড. শাহ্দীন মালিক বলেন, গত ৩৭টি ব্যাচে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে সাড়ে তিন হাজার শিক্ষার্থী গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেছেন। দুঃখের বিষয়, তাদের মধ্য থেকে একশ'জনও সুপ্রিম কোর্টে আইন পেশায় সম্পৃক্ত নন। তারা যদি আইন পেশায় থাকতেন তাহলে বিচার বিভাগ আরও উন্নত হতো। ফাওজিয়া করিম বলেন, আইন শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপের মতো করে বাধ্যতামূলক ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া উচিত।